দৈনিক সংবাদ

৪/১১/২০০০

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ...

চ.বিতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ঢুকতে দেয়নি শিবির ক্যাডাররা

☐ সশস্ত্র হামলায় ২০ জন আহত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিনই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলে ছাত্র শিবির ক্যাডাররা সশস্ত্র হামলা চালায়। হামলায় চ. বি ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে ৩ ঘন্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখে এবং শাটল ট্রেন আটকে দেয়। ছাত্রলীগ আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে ছাত্র শিবিরও তাদের ওপর হামলা ও বাসে গুলিবর্ষণের অভিযোগ এনেছে।

দীর্ঘদিন পূজার বন্ধশেষে গতকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়। ছাত্র শিবির ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছিল ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ। প্রশাসন শিবিরের কাছে ননির পুতুল মাত্র। তাই গতকাল বেলা ১২টায় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কাটা পাহাড় লেনে প্রবেশ করা মাত্রই শিবির ক্যাডাররা তাদের ওপর হামলা চালায়। শিবির ক্যাডারদের হামলায় ছাত্রলীগ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক আহত হওয়ার পরে শিবির-ছাত্রলীগ উভয়পক্ষে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে উভয়পক্ষে থেমে থেমে ১ ঘন্টা যাবৎ সংঘর্ষ চলে। ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলাকালে অত্যাধুনিক অস্ত্র দেখা গেলেও তার ব্যবহার হয়নি। অনেকেই হকিস্টিক, লাঠি ও ইটের আঘাতে আহত হয়। এ সময় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে দাঁড়ানো শাটল ট্রেন ভাঙচুর করে। পাশাপাশি তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেটে, সড়কে ব্যারিকেড দিলে বিকেলে পুলিশ এসে তা প্রত্যাহার করে। এদিকে বিকেলে নগরীর লালদিঘি মাঠে সাঈদীর সমাবেশে আসার সময় মদনহাটে জামাত-শিবির কর্মীদের বহনকারী বাসে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা গুলি করলে ৫ জন আহত হয়েছে বলে শিবির জানায়।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা সারোয়ার জাহান সুমন জানান, শিবিরের হামলায় ছাত্রলীগের সভাপতি জিল্লুর রহমান জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক নাসির হায়দার বাবুল, হৃদয়, রুবেল, সোহেল, বিদ্যুৎ এবং শিবিরের জাহেদ ও ফারুকসহ ২০ জন আহত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে ১নং গেটে ছাত্রলীগের নাসির হায়দার বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অবিলম্বে এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িত চিহ্নিত শিবির ক্যাডারদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। অন্যথায় আগামীকাল থেকে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট ও অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়।

ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ছাত্র ইউনিয়ন চ. বি শাখার নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের সভাপতি আবদুল্লাহ আল-মামুন ও সাধারণ সম্পাদক রিপায়ন বড়ুয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে এ ঘটনায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়ী করেন। এছাড়া চেতনা '৭১ চ. বি শাখার নেতৃবৃন্দ ঘটনার সাথে জড়িত চিহ্নিত শিবির ক্যাডারদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান। ছাত্রফ্রন্ট চ. বি শাখার সভাপতি আবু সাঈদ সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুল হক সবুজ এক যুক্ত বিবৃতিতে এ সংঘর্ষের সাথে জড়িত সন্ত্রাসী এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

চ.বি পৃঃ ২ কঃ ৫

চ.বি ঃ শিবির ক্যাডার

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

নিতে চ. বি প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন।

এছাড়া 'ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' চ. বি শাখার নেতৃবৃন্দ শিবিরের এ নগ্ন হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শিবির ক্যাডারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। এদিকে, বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদ চ. বি শাখার নেতৃবৃন্দ ঘটনার সাথে জড়িত শিবির ক্যাডারদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার না করলে আগামীকাল থেকে লাগাতার অবরোধ ছাড়াও কঠোর কর্মসূচির হুমকি দেয়। শিবির চ. বি শাখার সভাপতি আলাউদ্দিন শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম মজুমদার এক যুক্ত বিবৃতিতে এ সংঘর্ষের জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে অবিলম্বে তাদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে চ. বি উপাচার্য অধ্যাপক ফজলী হোসেন বলেন, পর্যাপ্ত পুলিশ চেয়েও আমরা তা পাইনি। গতকাল সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে ২০ জন পুলিশ অপর্যাপ্ত ছিল বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেন।